রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৮ সনের ৯ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ১, ২০১৮

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯৫—১০৯
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৬১—২৯২
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৩—৩৫
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকরি কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৯৯—২২৫
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৯
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) . . . . . তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৬ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০৯ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৩.১৬.২৩—যেহেতু, জনাব কে এম জহুরুল আলম (১৬২৬৭), এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর, প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), রামপাল, বাগেরহাট হিসেবে কর্মকালে অন্যায়ভাবে লাভবান হয়ে রামপাল উপজেলার ৭৮নং ভাগা মৌজার এস.এ খতিয়ানের ২৫.৫৭ একর সরকারি জমি ভূয়া দলিল ও কাগজ-পত্রের ভিত্তিতে মিস কেস নং ১৬৫(IX-I)/১৪-১৫ এর মাধ্যমে অবৈধভাবে রেকর্ড করে জনৈক আঃ হান্নান গংদের অনুকূলে দাখিলা প্রদান, প্রকৃত মালিকানার ও সরেজমিনে দখল যাচাই না করে হাল জরিপে সরকারের নামে রেকর্ড ও লিজ গ্রহীতার দখল থাকা সত্ত্বেও উক্ত নামজারি সম্পন্ন করার অভিযোগ পাওয়া যায়। উক্ত অপরাধে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের ০৬-০৪-২০১৭ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১. ২৭.০০৩.১৬.১৬৯ নম্বর স্মারকমূলে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানী চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ০৯-০৫-২০১৭ তারিখ তার লিখিত জবাব প্রদান করে ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করলে ০৬-০৬-২০১৭ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানী অন্তে প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় জনাব কাজী আবু তাহের (৬৭৩১), উপসচিব, প্রশাসন-২ অধিশাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ঢাকা-কে উক্ত বিভাগীয় মামলার তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা ১৮-১২-২০১৭ তারিখ দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে, নালিশী জমিতে বৈধভাবে লীজ প্রাপ্ত ও বন্দোবস্তপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিবর্গ শান্তিপূর্ণভাবে ভোগ দখলে ছিলেন। ১৬৫(IX-I)/১৪-১৫ নং নামজারি মামলা অনুমোদনের পর হতে আঃ হান্নান গং দ্বারা বন্দোবস্ত গ্রহীতাগণ হয়রানির শিকার হচ্ছেন। নালিশী জমির দখল নিয়ে হুমকি প্রদান ও শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গের ঘটনা ঘটেছে এবং মামলা পালটা মামলার উদ্ভব হয়েছে। এতে সরকারের ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুন্ন হয়েছে এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তা সরকারের ২৫.৫৭ একর সম্পত্তির অর্থমূল্যের সমপরিমাণ আর্থিক ক্ষতি সাধন করেছেন, যা তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখপূর্বক "অসদাচরণ (Misconduct)"-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র, তথ্য-প্রমাণ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫' এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এ জন্য তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব কে এম জহুরুল আলম (১৬২৬৭), এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর ও প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), রামপাল, বাগেরহাট-কে তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫' এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)"-এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(বি) মোতাবেক তাকে "০৩(তিন)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী বেতন বৃদ্ধির তারিখ হতে ০৩(তিন) বছরের জন্য ক্রমপুঞ্জিভূতহারে স্থগিত (Withholding of 3(three) increments for 3(three) years cumulatively)" রাখার লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। ভবিষ্যতে বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি এর কোন বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
সিনিয়র সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৩ জানুয়ারি ২০১৮

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০০৮.১৭-৩৯—বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক আদেশ, ১৯৭৩ এর ৭ ও ৮ ধারার বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম, সাবেক মহাপরিচালক (বিআরডিবি) এর পরিবর্তে জনাব মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সপদার, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) ঢাকা-কে পরিচালক হিসেবে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত তবে সর্বোচ্চ ৩(তিন) বছরের জন্য নিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৮.১৭-৪১—পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ এর ১১(১)(ঙ) এবং ১৪(১) ধারার বিধান অনুযায়ী ড. নাজনীন আহমেদ, সিনিয়র রিচার্স ফোলো, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভলপমেন্ট স্ট্যাডিজ, আগারগাঁও, ঢাকা-কে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে ৩(তিন) বছরের জন্য পুনরায় দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৮.১৭-৪২—পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ এর ১১(১)(চ) এবং ১৪(১) ধারার বিধান অনুযায়ী জনাব আশফাক আহমদ, উপজেলা চেয়ারম্যান, সদর উপজেলা, সিলেট-কে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে ৩(তিন) বছরের জন্য পুনরায় দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৮.১৭-৪৩—পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ এর ১১(১)(ঙ) ধারার বিধান অনুযায়ী পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান, প্রাক্তন সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা-কে পরিচালক হিসেবে ৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রিজওয়ানুল হুদা
উপসচিব।

বিচার শাখা-৭
আইন ও বিচার বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আদেশাবলী

তারিখ : ১৬ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রিঃ

নং বিচার-৭/২এন-২৫/২০১১-২৮—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল, পিতা-মৃত নজির আহম্মদ ঢালী, মাতা-মৃত শাফিয়া খাতুন, গ্রাম-নুরাবাদ, ডাকঘর-নুরাবাদ, উপজেলা-চরফ্যাশন, জেলা-ভোলা। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার ০৭ নং নুরাবাদ ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃ নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ : ১৭ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রিঃ

নং বিচার-৭/২এন-৬৫/০৩-৩৪—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোঃ সাইদুর রহমান, পিতা-মোঃ খলিল উদ্দীন মন্ডল, মাতা-মৃত ছাহেরা বেগম, গ্রাম-গাজীপুর, ডাকঘর-বলিহার, উপজেলা-সদর, জেলা-নওগাঁ। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নওগাঁ জেলার সদর উপজেলার ১০ নং বলিহার ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃ নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং বিচার-৭/২এন-৩৫/২০০৩(অংশ)-৩৫—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোঃ আজিম উদ্দীন, পিতা-মোঃ শফিউল আজম, মাতা-হোসনে আরা বেগম, গ্রাম-পশ্চিম খিরাম, ডাকঘর-খিরাম, উপজেলা-ফটিকছড়ি, জেলা-চট্টগ্রাম। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার ২১নং খিরাম ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃ নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আনোয়ারুল হক
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সরকারি কলেজ-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০১ মাঘ ১৪২৪/১৪ জানুয়ারি ২০১৮

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০৩৯.১৭-৩৩—যেহেতু, বি.সি.এস. (সাধারাণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা ড. মোঃ মহাতাব হোসেন (১২৬০২), সহকারি অধ্যাপক (আরবি), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা এর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সরকার সম্পর্কে বিরুপ মন্তব্য করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে তাকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করে ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য প্রার্থনা করেন। গত ০৭-১২-২০১৭ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীতে তিনি তার বক্তব্যে জানান যে, গত ০৯ জুন ২০১৫ তারিখ হতে ২০ জুলাই ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত তিনি মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরে সহকারি পরিচালক (প্রশাসন) পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি দীর্ঘ ১২ বছর যাবত সুনামের সাথে রাজশাহী কলেজে শিক্ষকতা ও তথায় স্থাপিত এফএলটিসিতে ল্যাংগুয়েজ ট্রেনার ও কো-অর্ডিনেটর হিসেবে কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টির সাথে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন। তার গোটা চাকুরি জীবনে পূর্বে কখনো তার বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি। তিনি কখনোই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বা সরকারের সমালোচনা করেননি। অধিকন্তু একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে তার প্রতি সার্বক্ষণিক আনুগত্য এবং সম্মান প্রর্দশন করা তার দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করেন। তবে তার অগোচরে যদি এ ধরণের কোন কিছু সংঘটিত হয়ে থাকে তার জন্য তিনি অনুতপ্ত এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। সার্বিক পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ যথাযথ নয় বিধায় তাকে অভিযোগসমূহ হতে অব্যাহতি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

সেহেতু, ড. মোঃ মহাতাব হোসেন (১২৬০২), সহকারি অধ্যাপক (আরবি), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা এ ব্যক্তিগত শুনানিতে উপস্থাপিত জবানবন্দি ও আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে তাকে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০৩৬.১৭-৩৪—যেহেতু, বি.সি.এস. (সাধারাণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মোঃ আক্তারাজ্জামান, প্রভাষক (সমাজবিজ্ঞান), ব্রাহ্মবাড়িয়া সরকারি কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর অধীনে ১২-০৪-২০১৭ তারিখ এইচ.এস.সি.পরীক্ষা ২০১৭ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ কেন্দ্রে ভুল প্রশ্নপত্র বিতরনের ঘটনায় সরকারি দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান পূর্বক ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করেন। গত ০৭-১২-২০১৭ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীতে তিনি জানান যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষের সাথে পরামর্শক্রমে পরীক্ষা কমিটির সদস্য যথাক্রমে জনাব আবুল খায়ের ভুঞা, মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান ও সুমন কর্মকারকে নিয়ে ২৯-০৩-২০১৭ তারিখে জেলা ট্রেজারীতে গিয়ে ২০১৭ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ব্রাহ্মবাড়িয়া সরকারি কলেজ কেন্দ্রের প্রশ্নপ্রত্র প্যাকেটসমূহ যাচাই

করেন। ঐ দিন তিনি পরীক্ষার অন্যান্য প্রস্তুতিমূলক কাজ করেন। গত ১২-০৪-২০১৭ তারিখে প্রশ্নপত্র আনার জন্য উক্ত শিক্ষকবৃন্দ ০৯.০৭ ঘটিকায় ট্রেজারী থেকে প্রশ্নপত্র নিয়ে অধ্যক্ষের কক্ষে নিয়ে আসেন। নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা শুরু করার তাগিদে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে তারা পরীক্ষা কমিটির সকল সদস্যগণ প্রশ্নপত্রের প্যাকেটসমূহ খুলে গুনে কক্ষ ভিত্তিক খামভুক্তকরণের মাধ্যমে কক্ষ প্রত্যবেক্ষকগণের নিকট বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পরীক্ষা শুরু হওয়ার সাথে সাথে একটি কক্ষ থেকে কমিটিকে জানানো হয় যে, ঐ কক্ষে কিছু পরীক্ষার্থীর নিকট জীববিজ্ঞান ১ম পত্রের পরিবর্তে জীববিজ্ঞান ২য় পত্রের বহুনির্বাচনী প্রশ্নপত্র বিতরণ করা হয়েছে। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ভুল প্রশ্নপত্র তুলে নিয়ে সঠিক প্রশ্নপত্র বিতরণ করে যথারীতি পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। একসাথে প্রশ্নপত্রের অনেকগুলো প্যাকেট যাচাই করতে গিয়ে দৃষ্টি বিভ্রমবশত জীববিজ্ঞান ১ম পত্রে প্যাকেটসমূহের সাথে জীববিজ্ঞান ২য় পত্রের বহুনির্বাচনী প্রশ্নে ২০ (বিশ)টির ১টি প্যাকেট চলে আসে। উক্ত তারিখে তিনটি ভিন্ন শাখার (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা) পাঁচটি ভিন্ন বিষয়ের পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র-২৬৯; পৌরনীতি ১ম পত্র-১১১; জীববিজ্ঞান ১ম পত্র-১৭৮ ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা ১ম পত্র-২৩১ এবং ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা ১ম পত্র-২৯২) চারটি ভিন্ন সালের সিলেবাসের বহুনির্বাচনী ও সৃজনশীল প্রশ্নপত্র গুনে প্যাকেটে ভরে চৌত্রিশটি কক্ষে পাঠিয়ে নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা শুরু করতে হয়েছিলো। তাৎক্ষণিকভাবে ভুল প্রশ্নপত্র তুলে নিয়ে সঠিক প্রশ্নপত্র দিয়ে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পালন করা হয়। ঐ দিনের পরীক্ষা অনুষ্ঠানে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হয়নি। পরীক্ষা পরিচালনা একটি দলগত কাজ। দৃষ্টিবিভ্রমজনিত কারণে দলগত কাজে সংঘটিত সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত এ ভুলের জন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত, অনুতপ্ত ও ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল না করার বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। সার্বিক পর্যালোনায় তাকে ভবিষ্যতের জন্য "সতর্ক" করে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ আক্তারাজ্জামান এর ব্যক্তিগত শুনানিতে উপস্থাপিত জবানবন্দি ও আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে তাকে ভবিষ্যতের জন্য "সতর্ক" করে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০৩৭.১৭-৩৬—যেহেতু, বি.সি.এস. (সাধারাণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব সুমন কর্মকার, প্রভাষক (হিসাববিজ্ঞাপন), ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর অধীনে ১২-০৪-২০১৭ তারিখ এইচ.এস.সি. পরীক্ষা ২০১৭ এ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ কেন্দ্রে ভুল প্রশ্নপত্র বিতরণের ঘটনায় সরকারি দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করেন। গত ০৭-১২-২০১৭ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীতে তিনি জানান যে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা এর অধীনে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা-২০১৭ অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে কমিটির সদস্য হিসেবে অধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ কেন্দ্র-০১ কর্তৃক তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির কনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক কর্তৃক আরোপিত সকল দায়িত্ব তিনি তার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে যথাযথভাবে পালনে সচেষ্ট ছিলেন। গত ১২-০৪-২০১৭ তারিখে ট্রেজারি হতে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কেন্দ্রে আনা এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কক্ষে স্বাক্ষর প্রদানপূর্বক গালাসীলকৃত প্যাকেটসমুহের সঠিকতা নিশ্চিত করার জন্য তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন না। তাই ভুল প্রশ্নপত্র বিতরণের বিষয়টি তার নজরে আসেনি। পরীক্ষা আরম্ভ হবার পর তিনি এ বিষয়ে জানতে পারেন এবং সাথে সাথে কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নির্দেশে সঠিক কোডের প্রশ্নপত্র বিতরণে সহায়তা করেন। এ বিষয়ে তিনি সর্বোচ্চ সহানুভূতি, অনুকম্পা ও নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল না করার বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার অঙ্গীকার করেন। সার্বিক পর্যালোচনায় তাকে ভবিষ্যতের জন্য "সতর্ক" করে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

সেহেতু, জনাব সুমন কর্মকার এর ব্যক্তিগত শুনানিতে উপস্থাপিত জবানবন্দি ও আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে তাকে ভবিষ্যতের জন্য "সতর্ক" করে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০৩৮.১৭-৩৫—যেহেতু, বি.সি.এস. (সাধারাণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মোঃ হানিফ, অধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর অধীনে ১২-০৪-২০১৭ তারিখ এইচ.এস.সি. পরীক্ষা ২০১৭ এ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ কেন্দ্রে ভুল প্রশ্নপত্র বিতরণের ঘটনায় সরকারি দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করেন। গত ০৭-১২-২০১৭ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীতে তিনি জানান যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ কেন্দ্রে ২০১৭ সালের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা পরিচালনা জন্য ০৪ (চার) সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির সদস্য যথাক্রমে জনাব আবুল খায়ের ভুঞা, মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান ও সুমন কর্মকারসহ ট্রেজারিতে কর্মরত ট্রেজারি অফিসারকে নিয়ে ২৯-০৩-২০১৭ তারিখে জেলা ট্রেজারীতে রক্ষিত প্রশ্নপত্রের বাছাইকার্য সম্পন্ন করা হয়। গত ১২-০৪-২০১৭ তারিখে পরীক্ষা কমিটির সদস্যগণ সকাল ০৯.০৭ ঘটিকায় ট্রেজারী থেকে প্রশ্নপত্র নিয়ে তার কক্ষে আসেন। ট্রেজারী থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রে বিলম্বে প্রশ্নপত্র পৌছায় এবং নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা শুরু করার তাগিদে অবশিষ্ট কাজগুলো অত্যন্ত দ্রুততার সাথে করতে হয়। প্রশ্নপত্রের প্যাকেটগুলোর সিলগালা এবং কোড নম্বর যাচাই করে প্যাকেট খুলে এবং প্রশ্নপত্রের খাম বন্টন করা হয়। তিনি পরীক্ষা শুরু হলে জানতে পারেন একটি কক্ষে জীববিজ্ঞান ১ম পত্রে (কোড নং-১৭৮) পরিবর্তে জীববিজ্ঞান ২য় পত্রের (কোড নং-১৭৯) কিছু প্রশ্নপত্র বিতরণ করা হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে ২য় পত্রের প্রশ্নপত্র উঠিয়ে নিয়ে ঐ কক্ষে ১ম পত্রের প্রশ্নপত্র বিতরণের ব্যবস্থা করে যথারিতি পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। সময় স্বল্পতার কারণে একান্তই অসাবধানতাজনিত সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত এ ভুলের জন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত, অনুতপ্ত এবং ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল না করা বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার অঙ্গীকার করেন। সার্বিক পর্যালোনায় তাকে ভবিষ্যতের জন্য "সতর্ক" করে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ হানিফ এর ব্যক্তিগত শুনানিতে উপস্থাপিত জবানবন্দি ও আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে তাকে ভবিষ্যতের জন্য "সতর্ক" করে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০৩৪.১৭-৩৭—যেহেতু, বি.সি.এস. (সাধারাণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মোঃ খালেদ হোসেন খান, সহযোগী অধ্যাপক (ব্যবস্থাপনা), ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর অধীনে ১২-০৪-২০১৭ তারিখ এইচ.এস.সি. পরীক্ষা ২০১৭ এ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ কেন্দ্রে ভুল প্রশ্নপত্র বিতরণের ঘটনায় সরকারি দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করেন। গত ০৭-১২-২০১৭ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীতে তিনি জানান যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ অধ্যক্ষের সাথে পরামর্শক্রমে পরীক্ষা কমিটির সদস্য যথাক্রমে জনাব আবুল খায়ের ভুঞা, মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান ও সুমন কর্মকারকে নিয়ে ২৯-০৩-২০১৭ তারিখে জেলা ট্রেজারীতে গিয়ে ২০১৭ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ কেন্দ্রের প্রশ্নপত্রের প্যাকেটসমূহ যাচাই করেন। ঐ দিন তিনি পরীক্ষার অন্যান্য প্রস্তুতিমূলক কাজ করেন। গত ১২-০৪-২০১৭ তারিখে প্রশ্নপত্র আনার জন্য উক্ত শিক্ষকবৃন্দ ০৯.০৭ ঘটিকায় ট্রেজারী থেকে প্রশ্নপত্র নিয়ে অধ্যক্ষের কক্ষে আসেন। নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা শুরু করার তাগিদে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে তারা পরীক্ষা কমিটির সকল সদস্যগণ প্রশ্নপত্রের প্যাকেটসমূহ খুলে গুণে কক্ষ ভিত্তিক খামভুক্তকরণের মাধ্যমে কক্ষ প্রত্যবেক্ষকগণের নিকট বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পরীক্ষা শুরু হওয়ার সাথে সাথে একটি কক্ষ থেকে কমিটিকে জানানো হয় যে, ঐ কক্ষে কিছু পরীক্ষার্থীর নিকট জীববিজ্ঞান ১ম পত্রের পরিবর্তে জীববিজ্ঞান ২য় পত্রের বহুনির্বাচনী প্রশ্নপত্র বিতরণ করা হয়েছে। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ভুল প্রশ্নপত্র তুলে নিয়ে সঠিক প্রশ্নপত্র বিতরণ করে যথারীতি পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। একসাথে প্রশ্নপত্রের অনেকগুলো প্যাকেট যাচাই করতে গিয়ে দৃষ্টিবিভ্রমবশতঃ জীববিজ্ঞান ১ম পত্রের প্যাকেটসমূহের সাথে জীববিজ্ঞান ২য় পত্রের বহুনির্বাচনী প্রশ্নের ২০ (বিশ)টির ১টি প্যাকেট চলে আসে। উক্ত তারিখে তিনটি ভিন্ন শাখার (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা) পাঁচটি ভিন্ন বিষয়ের (পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র-২৬৯; পৌরনীতি ১ম পত্র-১১১; জীববিজ্ঞান ১ম পত্র-১৭৮) ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা ১ম পত্র-২৩১ এবং ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা ১ম পত্র-২৯২) চারটি ভিন্ন সালের সিলেবাসের বহুনির্বাচনী ও সৃজনশীল প্রশ্নপত্র গুনে প্যাকেটে ভরে চৌত্রিশটি কক্ষে পাঠিয়ে নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা শুরু করতে হয়েছিল। তাৎক্ষণিকভাবে ভুল প্রশ্নপত্র তুলে নিয়ে সঠিক প্রশ্নপত্র দিয়ে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পালন করা হয়। ঐ দিনের পরীক্ষা অনুষ্ঠানে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হয়নি। পরীক্ষা পরিচালনা একটি দলগত কাজ। দৃষ্টিবিভ্রমজনিত কারণে দলগত কাজে সংঘটিত সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত এ ভুলের জন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত, অনুতপ্ত এবং ক্ষমাপ্রার্থী। ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল না করার বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার অঙ্গীকার করেন। সার্বিক পর্যালোনায় তাকে ভবিষ্যতের জন্য "সতর্ক" করে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ খালেদ হোসেন এর ব্যক্তিগত শুনানিতে উপস্থাপিত জবানবন্দি ও আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে তাকে ভবিষ্যতের জন্য "সতর্ক" করে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০৩৫.১৭-৩৮—যেহেতু, বি.সি.এস. (সাধারাণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মোঃ আবুল খায়ের ভূঞা, সহকারি অধ্যাপক (উদ্ভিদবিজ্ঞান), ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর অধীনে ১২-০৪-২০১৭ তারিখ এইচ. এস. সি. পরীক্ষা ২০১৭ এ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ কেন্দ্রে ভুল প্রশ্নপত্র বিতরণের ঘটনায় সরকারি দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করেন। গত ০৭-১২-২০১৭ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীতে তিনি জানান যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ অধ্যক্ষের সাথে পরামর্শক্রমে পরীক্ষা কমিটির সদস্য যথাক্রমে জনাব মোঃ খালেদ হোসেন, মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান ও সুমন কর্মকারকে নিয়ে ২৯-০৩-২০১৭ তারিখে জেলা ট্রেজারীতে গিয়ে ২০১৭ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ কেন্দ্রের প্রশ্নপত্রের প্যাকেটসমূহ যাচাই করেন। ঐ দিন তিনি পরীক্ষার অন্যান্য প্রস্তুতিমূলক কাজ করেন। গত ১২-০৪-২০১৭ তারিখে প্রশ্নপত্র আনার জন্য উক্ত শিক্ষকবৃন্দ ০৯.০৭ ঘটিকায় ট্রেজারী থেকে প্রশ্নপত্র নিয়ে অধ্যক্ষের কক্ষে নিয়ে আসেন। নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা শুরু করার তাগিদে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে তারা পরীক্ষা কমিটির সকল সদস্যগণ প্রশ্নপত্রের প্যাকেটসমূহ খুলে গুণে কক্ষ ভিত্তিক খামভুক্তকরণের মাধ্যমে কক্ষ প্রত্যবেক্ষকগণের নিকট বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পরীক্ষা শুরু হওয়ার সাথে সাথে একটি কক্ষ থেকে কমিটিকে জানানো হয় যে, ঐ কক্ষে কিছু পরীক্ষার্থীর নিকট জীববিজ্ঞান ১ম পত্রে পরিবর্তে জীববিজ্ঞান ২য় পত্রের বহুনির্বাচনী প্রশ্নপত্র বিতরণ করা হয়েছে। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ভুল প্রশ্নপত্র তুলে নিয়ে সঠিক প্রশ্নপত্র বিতরণ করে যথারীতি পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। একসাথে প্রশ্নপত্রের অনেকগুলো প্যাকেট যাচাই করতে গিয়ে দৃষ্টিবিভ্রমবশতঃ জীববিজ্ঞান ১ম পত্রের প্যাকেটসমূহের সাথে জীববিজ্ঞান ২য় পত্রের বহুনির্বাচনী প্রশ্নের ২০(বিশ) টির ১টি প্যাকেট চলে আসে। উক্ত তারিখে তিনটি ভিন্ন শাখার (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা) পাঁচটি ভিন্ন বিষয়ের (পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র-২৬৯; পৌরনীতি ১ম পত্র-১১১; জীববিজ্ঞান ১ম পত্র-১৭৮) ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা ১ম পত্র-২৩১ এবং ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা ১ম পত্র-২৯২) চারটি ভিন্ন সালের সিলেবাসের বহুনির্বাচনী ও সৃজনশীল প্রশ্নপত্র গুনে প্যাকেটে ভরে চৌত্রিশটি কক্ষে পাঠিয়ে নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা শুরু করতে হয়েছিল। তাৎক্ষণিকভাবে ভুল প্রশ্নপত্র তুলে নিয়ে সঠিক প্রশ্নপত্র দিয়ে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পালন করা হয়। ঐ দিনের পরীক্ষা অনুষ্ঠানে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হয়নি। পরীক্ষা পরিচালনা একটি দলগত কাজ। দৃষ্টিবিভ্রমজনিত কারণে দলগত কাজে সংঘটিত সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত এ ভুলের জন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত, অনুতপ্ত এবং ক্ষমাপ্রার্থী এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল না করার বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। সার্বিক পর্যালোনায় তাকে ভবিষ্যতের জন্য "সতর্ক" করে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ আবুল খায়ের ভূঞা এর ব্যক্তিগত শুনানিতে উপস্থাপিত জবানবন্দি ও আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে তাকে ভবিষ্যতের জন্য "সতর্ক" করে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহরাব হোসাইন
সচিব।

তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রেস-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ মাঘ ১৪২৪/১৭ জানুয়ারি ২০১৮

নং ১৫.০০.০০০০.০২০.১১.০৬৩.১১-১২—তথ্য অধিকার আইন-২০০৯' এর ১৫(১) ধারা অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি নিম্নোক্ত ব্যক্তিকে প্রধান তথ্য কমিশনার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেছেন :

মরতুজা আহমদ
সাবেক সচিব

২। প্রধান তথ্য কমিশনার-এঁর পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক, ভাতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

৩। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসরিন পারভীন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিগ্রহণ-২
এল. এ কেস নং-২৫(ও)/৮০-৮১
ফরম-'ঘ'
(৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

তারিখ : ১৪ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রিঃ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯৬.১৭-২৮—যেহেতু, নিম্নে তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৯-০৩-৮২ খ্রিঃ তারিখ এর আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে।

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্বপ্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের ওপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজা ঃ দক্ষিণ চর লামছি পাতা, জে, এল নং-৩১, সিট নং-০২ উপজেলা ঃ দৌলতখাঁন, জেলা ঃ ভোলা।

দাগ নং (এস, এ)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ৩০০।	৪.২৮

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর ভূমি হুকুম দখল শাখায় দেখা যেতে পারে।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
উপসচিব।

এল. এ কেস নং-২৪(w)/৬৯-৭০

ফরম-'ঘ'

(৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১১(২) ধারা মোতাবেক]

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯৬.১৭-২৮—যেহেতু, নিম্নে তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০২-০১-৭১ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে।

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্বপ্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের ওপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজা ঃ উত্তর চর কলমী, জে, এল নং-১১১, সিট নং-০২ উপজেলা ঃ চরফ্যাশন, জেলা ঃ ভোলা।

দাগ নং (এস, এ)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৬২৮, ৬৩১, ৬৪৭, ৬৪৮, ৬৫০, ৬৫১ ৬৫২, ৬৫৩, ৬৫৫, ৬৫৬, ৬৫৭, ৬৫৮, ৬৫৯, ৬৬০, ৬৬১, ৭৩১, ৭৩২, ৭৩৩, ৭৩৪, ৭৩৫, ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৮, ৭৩৯, ৭৪০, ৭৪১, ৭৪২, ৭৪৩, ৭৪৪, ৭৪৫, ৭৪৬, ৭৪৭, ৭৪৮, ৭৪৯, ৮৩৯, ৮৪০, ৮৪১, ৮৪২, ৮৪৩, ৮৪৪, ৮৪৫, ৮৪৬, ৮৪৭, ৮৫০, ৮৫১, ৮৫২, ৮৫৩, ৮৫৪, ৮৫৫, ৮৫৬, ৮৫৭, ৮৬০, ৮৬৯, ৮৭০, ৮৭১, ৮৭২, ৮৭৩, ৮৭৪, ৮৭৫, ৯১৮, ৯৩০, ৯৩১, ৯৪৮, ৯৪৯, ৯৫১।	৫৩.০৮

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর ভূমি হুকুম দখল শাখায় দেখা যেতে পারে।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
উপসচিব।

এল. এ কেস নং-১৯(w)/৭১-৭২
ফরম-'ঘ'
(৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯৬.১৭-২৮—যেহেতু, নিম্নে তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৭-০১-১৯৭৩ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে।

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্বপ্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের ওপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজা ঃ মোহাম্মদপুর, জে, এল নং-৯২, সিট নং-০৩, উপজেলা ঃ চরফ্যাশন, জেলা ঃ ভোলা।

দাগ নং (এস, এ)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ(একরে)
১৪১৭, ১৪২০, ১৪২৩, ১৫১৫, ১৫২৪, ১৫৯২।	৪.৫৩

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর ভূমি হুকুম দখল শাখায় দেখা যেতে পারে।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
উপসচিব।

এল. এ কেস নং-১৯/৭২-৭৩
ফরম-'ঘ'
(৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯৬.১৭-২৮—যেহেতু, নিম্নে তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৪-০৭-৭৩ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে।

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্বপ্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের ওপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজা ঃ রহমানপুর, জে, এল নং-৭৩, সিট নং-০৪, উপজেলা ঃ মনপুরা, জেলা ঃ ভোলা।

দাগ নং (এস, এ)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১৫২০, ১৫২১, ১৫২২, ১৫২৩, ১৫২৪, ১৫২৫, ১৫২৬, ১৫২৭, ১৫২৮, ১৫২৯, ১৫৩০, ১৫৩১, ১৫৩৯, ১৫৪০, ১৫৪১, ১৫৪২, ৫৪৩, ১৫৬৯, ১৬৬৩, ১৬৬৪, ১৬৭১, ১৬৮১, ১৬৮২, ১৬৮৬, ১৬৮৭, ১৬৯২, ১৬৯৩, ১৭২৩, ১৭২৪, ১৭২৫, ১৭২৬, ১৭২৭, ১৭২৮, ১৭২৯, ১৭৩০, ১৭৩১, ১৭৩২, ১৭৩৩, ১৭৩৪, ১৭৩৫, ১৭৪৫, ১৭৪৭, ১৮৯৫, ১৯০০, ১৯০১, ১৯০৬, ১৯০৭, ১৯১২, ১৯১৩, ১৯২০, ১৯২১, ১৯৩১, ১৯৩২, ১৯৪৭, ১৯৪৮, ১৯৫১, ১৯৫২, ১৯৬৩, ১৯৬৬, ১৯৬৭, ১৯৭০, ১৯৭১, ১৯৭৪, ১৯৭৫, ১৯৭৬, ১৯৯২, ১৯৯৩, ১৯৯৪, ১৯৯৫, ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০, ২০২১, ২০২২, ২০২৩, ২০২৪, ২০২৫, ২০২৬, ২০২৭, ২০২৮।	৪২.২৬

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর ভূমি হুকুম দখল শাখায় দেখা যেতে পারে।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
উপসচিব।

এল. এ কেস নং-২৯(w)/৮০-৮১
ফরম-'ঘ'
(৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯৬.১৭-২৮—যেহেতু, নিম্নে তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২২-০৯-৮১ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে।

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্বপ্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের ওপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজা ঃ চরপাতা, জে, এল নং-২০, উপজেলা ঃ দৌলত খাঁন, জেলা ঃ ভোলা।

দাগ নং (এস, এ)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৩০০১, ৩০০২, ৩০০৩, ৩০০৪, ৩০০৫, ৩০০৬, ৩০০৭, ৩০০৯, ৩০১০, ৩০১১, ৩০১২, ৩০১৩, ৩০১৫, ৩০১৬, ৩০১৭, ৩০১৮, ৩০২২, ৩০২৩, ৩০২৪, ৩০২৫, ৩০২৬, ৩০২৭, ৩০২৮, ৩০২৯, ৩০৩০, ৩০৩৩, ৩১৬৪, ৩১৬৬, ৩১৬৭, ৩১৮৫, ৩২০২, ৩২০৩, ৩২০৪, ৩২০৫, ৩২০৬, ৩২০৭, ৩২০৮, ৩২০৯, ৩২১০, ৩২১১, ৩২১২, ৩২৪৫, ৩২৪৭, ৩২৪৮, ৩২৬৯, ৩২৭০,৩২৭১, ৩২৭২, ৩২৭৪, ৩২৭৬, ৩২৭৭, ৩২৭৮, ৩২৭৯, ৩২৮০, ৩২৮১, ৩২৮২, ৩৩৫৩, ৩৩৫৪, ৩৩৮২, ৩৯৫৯, ৩৯৬৪, ৩৯৬৫, ৩৯৫৫, ৩৯৬৬, ৩৯৭০, ৩৯৭১, ৩৯৭২, ৩৯৭৩, ৩৯৭৪, ৩৯৭৬, ৩৯৭৮, ৩৯৭৯, ৩৯৮০, ৩৯৮১, ৪৫১১, ৪৫১২, ৪৫১৩, ৩৯৫২, ৩৯৫৩, ৩৯৫৪, ৩৯৫৬, ৩৯৫৭, ৩২১৬।	২৩.০৩

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর ভূমি হুকুম দখল শাখায় দেখা যেতে পারে।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
উপসচিব।

এল. এ কেস নং-২১১(w)/১৯৬৭-৬৮
ফরম-'ঘ'
(০৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[৫(৭) ধারা মোতাবেক]

তারিখ : ১৮ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রিঃ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১০৩.১৭-৩৭—যেহেতু, নিম্নের তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৫-০৩-৬৯ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে।

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্বপ্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের ওপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজা ঃ ফাতিমাবাদ, জে, এল নং-৫৮, সিট নং-৩, উপজেলা ঃ লালমোহন, জেলা ঃ ভোলা।

দাগ নং (আর.এস.)	দাগের অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১০৭০	০.০৫
১০৭১	২.৪৬
১০৭২	১.১৮
১০৭৩	০.৯৫
১০৯৫	১.২৪
১০৯৭	৩.১৫
১০৯৮	০.৪৪
১০৯৯	০.৬০
১১০০	০.০৩
১১৭০	০.৩২
অধিগ্রহণকৃত সর্বমোট জমির পরিমাণ	১০.৪২ একর

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর ভূমি হুকুম দখল শাখায় দেখা যেতে পারে।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
উপসচিব।

এল. এ কেস নং-6(w)/1975-76
ফরম-'ঘ'
(০৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[৫(৭) ধারা মোতাবেক]

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১০৩.১৭-৩৭—যেহেতু, নিম্নের তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১১-০৩-১৯৭০ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে।

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্বপ্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের ওপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজাঃ কামারেরহাট, জে, এল নং-৪৫, সিট নং-১, উপজেলা ঃ লালমোহন, জেলা ঃ ভোলা।

দাগ নং (আর.এস.)	দাগের অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১০	৪.১৮
১২	১.৬৭
১৩	০.৫০
১৪	০.৮০
৮৮	০.৫৫
৮৯	১.২৬
৯০	০.২২
১০৬	০.১৬

দাগ নং (আর.এস.)	দাগের অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১০৭	০.৫০
১০৮	০.২৩
১০৯	০.০১
১১১	০.৪৯
১১২	০.৯৫
১১৩	০.১১
১১৪	০.১৭
অধিগ্রহণকৃত সর্বমোট জমির পরিমাণ = ১১.৮০ একর	

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর ভূমি হুকুম দখল শাখায় দেখা যেতে পারে।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
উপসচিব।

এল. এ কেস নং-২৩(w)/১৯৬৯-৭০

ফরম-ঘ

(০৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[৫(৭) ধারা মোতাবেক]

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১০৩.১৭-৩৭—যেহেতু, নিম্নের তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৭-০৮-৭৩ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে।

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্বপ্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজা-উত্তর চর কলমী, জে. এল. নং-১১১, সিট নং-১, উপজেলা-লালমোহন, জেলা-ভোলা।

দাগ নম্বর (আর.এস.)	দাগের অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১০২	০.০২
১০৩	০.৬৫
১০৪	০.১১
১০৫	০.৬৯
১০৬	০.১২
১০৭	০.২৬
১০৮	০.০৬
১০৯	০.২০
১১০	০.০১
১১৬	০.০৮
১১৭	০.৫০
১১৮	০.৮০
১১৯	০.০২
১৩৪	০.৬০

দাগ নম্বর (আর.এস.)	দাগের অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১৩৫	০.১০
১৩৬	০.১১
১৩৭	০.২১
১৩৮	০.৬১
১৩৯	০.৭৬
১৪০	০.২০
১৪১	০.৪১
১৪২	০.০৮
১৪৩	০.৫০
১৪৪	০.৯০
১৪৫	০.০৬
১৪৬	০.৪৫
১৪৭	০.৬৫
১৪৮	২.০৭
১৫০	০.০১
১৫১	৬.৫০
১৫৪	২.২০
১৫৫	০.১৩
১৫৬	০.০৪
১৫৭	০.৩৮
১৫৮	০.০২
১৫৯	০.৬০
১৬০	০.১০
৩৭৫	০.০৪
৩৭৯	০.৩৮
৩৮০	০.৩৩
৩৮১	০.৩২
৩৮২	০.৮৭
৩৮৩	০.৯০
৩৮৪	২.৮৬
৩৮৫	৪.২১
৩৮৬	০.৭২
৩৮৭	২.২৬
৪১৪	০.০৬
৪১৯	০.০৪
৪২০	০.৫৮
৪২১	০.১৫
৪২২	০.৬৬
৪২৪	০.৪০
৪২৫	০.৭৯
৪২৬	২.২৫
৪২৭	১.৭৬
৪২৮	০.৪৬
৪২৯	১.৩৯
৪৩০	১.৫৬
৪৩১	০.১৮
৪৩২	০.৮৪
৪৩৬	০.১৫
অধিগ্রহণকৃত সর্বমোট জমির পরিমাণ = ৪৮.১৭ একর	

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর ভূমি হুকুম দখল শাখায় দেখা যেতে পারে।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

জনসংখ্যা-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৫ পৌষ ১৪২৪/০৮ জানুয়ারি ২০১৮

নং ৫৯.১১৪.০৭৪.০০.০০.০০১৩.২০১৭/০৪—বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০১২ এর অনুচ্ছেদ-৭ এর আলোকে জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে নিম্নরূপ টাস্কফোর্স (কর্মপরিধিসহ) গঠন করা হলো :

জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে "টাস্ক ফোর্স"

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

সদস্যবৃন্দ

১। মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬, কাওরান বাজার, ঢাকা

২। প্রফেসর ড: আবুল বারকাত, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রধান উপদেষ্টা, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্স সেন্টার

৩। প্রফেসর ড. এ, কে, এম নুরুন নবী, অধ্যাপক, পপুলেশন সাইন্সেস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৪। মিসেস মুসতারি খান, নির্বাহী পরিচালক, কনসার্ন্ড ওমেন ফর ফ্যামিল ডেভেলপমেন্ট

৫। ড, ওবায়দুর রব, কান্ট্রি ডিরেক্টর, পপুলেশন কাউন্সিল, ঢাকা

টাস্ক ফোর্সের কর্মপরিধি :

(১) জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ এবং জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণসহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করা;

(২) জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ এবং জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদের নির্বাহী কমিটির যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করা;

(৩) জনসংখ্যা নীতি সম্পর্কিত দলিল প্রস্তুতকরণ ও তা বাস্তবায়নে সহায়তা করা;

(৪) টাস্ক ফোর্সে প্রয়োজনবোধে অনধিক ৩ জন জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করা যাবে;

২। উক্ত টাস্ক ফোর্স স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিবের দপ্তরের সাথে সংযুক্ত থাকবে।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস, এম, আহসানুল আজিজ
উপসচিব।

শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ জানুয়ারি ২০১৮

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১২৪.২০১৫-৩১—যেহেতু, ডাঃ মোঃ মাসুদ ইকবাল (৩৯২৪৯), সহযোগী অধ্যাপক, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকার বিরুদ্ধে ঢাকার খিলক্ষেত থানায় ফৌজদারী মামলা নং ১১(৯)১৬ নং মামলা দায়ের করা হয় এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী-২০০৩ এর ১০, জিআর নং ১৩৪/১৬) মোতাবেক তার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয় এবং বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকায় গত ২৬-১০-২০১৬ খ্রিঃ শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানী গ্রহণ অন্তে বিজ্ঞ আদালত ডাঃ মোঃ মাসুদ ইকবাল (৩৯২৪৯) এর জামিন না মঞ্জুর করে তাকে জেলহাজতে প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করেন;

যেহেতু, বি.এস.আর. পার্ট-১ এর ৭৩ নং বিধির নোট-২ অনুযায়ী ফৌজদারী অভিযোগে অথবা দেনার দায়ে আটক সরকারি কর্মচারী গ্রেফতার হওয়ার তারিখ/জেলহাজতে প্রেরণের তারিখ হতে সাময়িক বরখাস্ত বলে বিবেচিত হয়;

যেহেতু, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল মামলা নং ২২/২০১৭ বলে ডাঃ মোঃ মাসুদ ইকবাল (৩৯২৪৯), সহযোগী অধ্যাপক, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকাকে প্রদত্ত সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করার ক্ষেত্রে আইনগত কোন বাধা নেই মর্মে মতামত দিয়েছেন;

সেহেতু, এক্ষণে ডাঃ মোঃ মাসুদ ইকবাল (৩৯২৪৯), সহযোগী অধ্যাপক, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকাকে প্রদত্ত ২৯-১২-২০১৬ খ্রিঃ ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১২৪.২০১৫-৯৪৪ নং-সাময়িক বরখাস্ত আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হল এবং তাঁর সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়কে বিধি মোতাবেক কর্তব্যকাল হিসাবে গণ্য করা হল।

মোঃ সিরাজুল হক খান
সচিব।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

(পার-৪ অধিশাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৮ জানুয়ারি ২০১৮

নং ৪৫.০০.০০০০.১৪৫.১৫.০৩০.১৭-৪১—দেশের চিকিৎসা সেবায় এ্যানেসথেসিওলজিস্ট এর সংকট দূরীকরণার্থে উপজেলা হাসপাতাল থেকে টারশিয়ারী লেভেল পর্যন্ত এ্যানেসথেসিওলজিস্ট নিয়োগের লক্ষ্যে কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য ০৩-১২-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অতিরিক্ত সচিব (চিকিৎসা শিক্ষা), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগকে কো-অপ্ট করে নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে কমিটি পুনর্গঠন করা হলো :

আহ্বায়ক

১ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২ অতিরিক্ত সচিব (চিকিৎসা শিক্ষা), স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পঃ কঃ মন্ত্রণালয়

৩ অধ্যক্ষ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ

৪ অধ্যক্ষ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও সভাপতি বাংলাদেশ সোসাইটি অব এ্যানেসথেসিওলজি

৫ পরিচালক (মেডিকেল এডুকেশন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

৬ যুগ্মসচিব (পার-২), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

৭ প্রতিনিধি, মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

৮ প্রতিনিধি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

৯ প্রতিনিধি, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন

১০ প্রতিনিধি, স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ

১১ মহাসচিব, বাংলাদেশ সোসাইটি অব এ্যানেসথেসিওলজি

১২ ডাঃ রোকেয়া সুলতানা, প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সোসাইটি অব এ্যানেসথেসিওলজি

সদস্য-সচিব

১৩ রোকেয়া বেগম, উপসচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

কমিটির কর্মপরিধি :

(১) কমিটি দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে কত সংখ্যক এ্যানেসথেসিওলজিস্টের পদ শূন্য আছে এবং কত সংখ্যক এ্যানেসথেসিওলজিস্ট প্রয়োজন তা (Need assessments) করতঃ একটি তালিকা প্রণয়ন করবে।

(২) শূন্য পদসমূহে অস্থায়ী ভিত্তিতে (Adhoc) এ্যানেসথেসিওলজিষ্ট নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে সুপারিশ করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রোকেয়া বেগম
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৯ জানুয়ারি ২০১৮

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৩২.০০১.১৭-৪৫—ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা পৌরসভার ০৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ আব্দুল হালিম গত ২২-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ মৃত্যুবরণ করায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৩(১)(চ) মোতাবেক সরকার উল্লিখিত আসনের কাউন্সিলর এর পদ শূন্য ঘোষণা করিল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুর রউফ মিয়া
উপসচিব।

পাস-১ অধিশাখা

আদেশ

তারিখ : ২০ পৌষ ১৪২৪/০৩ জানুয়ারি ২০১৮

নং ৪৬.০৮৩.২০৩.০০০.২২.০০১.১৬-১৪৭৩—জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলীর ১৮৫টি, নির্বাহী প্রকৌশলীর ০৪টি, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর ০৫টি এবং অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর ০১টিসহ মোট ১৯৫টি পদ বিসিএস (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল) ক্যাডারে সৃজনে সরকারি মঞ্জুরী জ্ঞাপন করছি :

ক্রমিক নং	পদ নাম	পদ সংখ্যা	বেতন গ্রেড (জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী)	মন্তব্য
১	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	১(এক) টি	৫৬৫০০-৭৪৪০০ (গ্রেড-৩)	
২	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫(পাঁচ) টি	৫০০০০-৭১২০০ (গ্রেড-৪)	
৩	নির্বাহী প্রকৌশলী	৪(চার) টি	৪৩০০০-৬৯৮৫০ (গ্রেড-৫)	
৪	সহকারী প্রকৌশলী	১৮৫ (একশত পঁচাশি) টি	২২০০০-৫৩০৬০ (গ্রেড-৯)	

২। উল্লিখিত পদ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের (সওব্য-৫ শাখা) এর ০৭ মার্চ ২০১৭ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৫৪.১৫.০০৬.১৭-৬৬ নং পত্র অর্থ বিভাগের (ব্যয় নিয়ন্ত্রণ-৬ অধিশাখা) এর ০৮ জুন ২০১৭ তারিখের ০৭.১৫৬.০১৫.১০.০২.০১.২০১৭-২৫২ নং পত্র এবং বাস্তবায়ন অনুবিভাগের ২৯ আগস্ট ২০১৭ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৬২.৪৬.০১৮.১১-১২১ নং পত্র মোতাবেক সম্মতি রয়েছে। এছাড়া প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদন রয়েছে;

৩। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ কর্তৃক আরোপিত শর্তাদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বিদ্যমান নিয়ম-কানুন ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হবে;

৪। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ খাইরুল ইসলাম
উপসচিব।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০১ ফাল্গুন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং **০৩.৭৫৯.০১৪.১৫.৫৬.০০.০৬০.২০১৬-৩২৩৫** ।—ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ উপজেলাধীন হাজারীবাগ, পানগাঁও ও আইন্তা মৌজায় ১০৬.৯৭৫৮ (একশত ছয় দশমিক নয় সাত পাঁচ আট) একর জমিতে ইষ্ট ওয়েষ্ট স্পেশাল ইকোনমিক জোন লিমিটেড নামে বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের অনুমোদন ও প্রাক-যোগ্যতা প্রাপ্তির জন্য জনাব আহমেদ আকবর সোবহান, চেয়ারম্যান, ইষ্ট ওয়েষ্ট স্পেশাল ইকোনমিক জোন লিমিটেড, বসুন্ধরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল হেডকোয়ার্টার প্লট#৩, ব্লক#জি, উম্মে কুলসুম রোড, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা-১২২৯ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা এর নির্বাহী চেয়ারম্যান বরাবর নিজস্ব মালিকানা দাবি করে সম্প্রসারিত তফসিলসহ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা এর নির্বাহী চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করেছেন। নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত তাঁর দাবিকৃত মালিকানাধীন জমির পরিমাণ ১০৬.৯৭৫৮ (একশত ছয় দশমিক নয় সাত পাঁচ আট) একর। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপিত হলে তদ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন এমন কোন ব্যক্তি অথবা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর কাছে দায়বদ্ধ থাকলে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সচিব, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মোনেম বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট, লেভেল-১২, দক্ষিণ ও পূর্ব টাওয়ার, ১১১ বীর উত্তম, সি আর দত্ত রোড, ঢাকা-১২০৫, ঠিকানায় মতামত দাখিল করতে পারবেন। উক্ত স্থানে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই ও মাস্টারপ্লান অনুযায়ী পরিকল্পিতভাবে ভূমি উন্নয়নসহ শিল্পকারখানা স্থাপন করা হবে। এতদ্ব্যতীত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, পানি শোধনাগার, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (ETP) স্থাপন করা হবে।

তফসিল-১

জেলা-ঢাকা, উপজেলা-কেরানীগঞ্জ, মৌজা-হাজারীবাগ, জে. এল নং-১১৫

আর, এস জরিপের খতিয়ান নম্বর : ৯, ৯৮, ৫০, ১৬, ৫৭, ৬৯, ২৫, ৩২, ২৪, ২৭, ৯৫, ৪৩, ৮২, ৬১, ৫৯, ৫, ৭, ২৩, ৩৯, ৪০, ১২২, ৬৪, ৯০, ৪৭, ৬৫, ৮৯, ১০২, ১২, ১৩, ৪, ৪৮, ৩, ১৬, ১৯, ৪৪, ৪৫, ৪৯, ২৬, ১০০, ১০১, ৫১, ৯২, ৮৭, ৭৮, ৫২।

মোট আর, এস জরিপের খতিয়ান নম্বর ঃ ৪৫ টি

সংশোধিত খতিয়ান নম্বর ঃ ৫৯, ৭০, ৯৮, ৬৯, ২৭, ২৫, ৩২, ৯৫, ৪, ৬১, ৫, ৩৯, ৭, ৮৫, ২৩, ৯০, ৪০, ৬৩, ১০০/১, ২২, ৩, ১০০, ৪৮, ৫১, ৫২, ১৩, ৩২।

মোট সংশোধিত খতিয়ান নম্বর ঃ ২৭ টি

আর, এস দাগ নম্বর ঃ ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭ (অংশ), ১৪৮ (অংশ)।

মোট আর, এস দাগ নম্বর ঃ ৫৪ টি

মোট জমির পরিমাণ ঃ ৩২.৭৫৮০ একর।

চৌহদ্দি ঃ উত্তরে অত্র মৌজার আর. এস ৬৭, ৬৯, ৬৮, ১০১, ১১১ (অংশ) ১১০, ১২০, ১২১, ১২২, ১১৯ (অংশ), ১১৮ (অংশ) ১২৮ ও ১৪৯ নং দাগের ভূমি, দক্ষিণঃ পানগাঁও মৌজাস্থিত ইষ্ট ওয়েষ্ট প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট (প্রাঃ) লিঃ এর মালিকানাধীন ভূমি, পূর্বে ঃ বুড়িগঙ্গা নদী, পশ্চিমেঃ পানগাঁও ৯০ ফিট কন্টিনেন্টাল রোড ও অত্র মৌজার আর. এস ৭৫ নং দাগের ভূমি এবং আইন্তা মৌজার আর. এস ৭৭৮ (অংশ) ৭৭৭, ৭৬২, ৭৬৮ নং দাগের ভূমি।

দলিল নম্বর ও তারিখ ঃ দ.নং-৪৬৪২, তাং ৩১-০৫-২০১৬, দ.নং-১৯৮৬০, তাং ১১-০৯-২০০৮, দ.নং-১৮৮২৩, তাং ০২-১২-২০০৭, দ.নং-১৭০৫৩, তাং ০৫-১১-২০০৭, দ. নং-১৫৯৫৪, তাং ০৭-১০-২০০৭, দ. নং-৮৩৩, তাং ২৮-০১-২০০৩, দ. নং-৯৭৮৩, তাং ১৩-০৭-২০০৬, দ.নং-৭১৩৭, তাং ২৩-০৭-২০০৩, দ.নং-৬৯৬, তাং ১৯-০১-২০০২, দ.নং-৬৯৫, তাং ১৭-০১-২০০২, দ.নং-৩৭৭৪, তাং ১৭-০৪-২০০৫, দ.নং-২৫৫১১, তাং ৩০-১১-২০০৮, দ.নং-১৯৮৮৪, তাং-১৪-০৯-০৮, ১৭৮৫৪, তাং-১৮-১১-০৭, ২৫৫১১, তাং-২৭-১১-২০০৮, ৩৭৭৬, তাং ০৬-০৪-২০০২, ৮০১২, তাং ২০-০৯-২০০১, দ.নং-৮৩০৭, তাং ১২-০৯-২০১৩, দ.নং-১৫২৩, তাং ২৩-০২-২০০৫, দ.নং-৪১৩৩, তাং ০৬-০৪-২০০৬, দ.নং-৪১৩২, তাং ০৬-০৪-২০০৬, দ.নং-৪১৩১, তাং ০৬-০৪-২০০৬, দ.নং-১৩৩৮৮, তাং ১৭-১০-২০০৫, দ.নং-১৩৩৯০, তাং ১৭-১০-২০০৫, দ.নং-১৩২৪১, তাং ১১-১০-২০০৫, দ.নং-১৫০৫২, তাং ১২-১২-২০০৫, ৩১২২, তাং ২০-০৩-২০০৬, দ. নং-৪০৫২, তাং ০৫-০৪-২০০৬, দ. নং-১৩৩৮৮, তাং ১৭-১০-২০০৫, ১০০৮৮, তাং ০৩-০৮-২০০৫, দ.নং-৩৭৭৪, তাং ১৭-০৪-২০০৫, দ.নং-১৫২৩, তাং ২৩-০২-২০০৫, দ.নং-১৬২১৯, তাং ০৯-১০-২০০৭, দ.নং-১২৫৯১, তাং ২৮-১২-২০০৪, দ.নং-৬৬০৫, তাং ০৯-০৭-২০০৩, দ.নং-৫৮৫৩, তাং ০৯-০৫-২০০৬, দ.নং-৭১৩৭, তাং ২৩-০৭-২০০৩, দ.নং-৩৭৭৭, তাং ০৬-০৪-২০০২, দ.নং-৩৩৫৮, তাং ২১-০৪-২০০৩, দ.নং-১১৭০, তাং ১৩-০২-২০০৫, দ.নং-৯৬২, ০৮-০২-২০০৫, দ. নং-৮০১৩, তাং ২০-০৯-২০০১, দ. নং-৫৮৫৩, তাং ০৯-০৫-২০০৬, দ. নং-৬৬০, তাং ১৭-০১-২০০২, দ. নং-১১৪১৮, তাং ০২-১২-২০০৪, দ. নং-৬৪৯০, তাং ৩০-০৪-২০০৭, দ.নং-১৩৭৮৩, তাং ২৩-০৯-২০০৬, দ.নং-১৩৭৮৪, তাং ২৩-০৯-২০০৬, দ. নং-১১৪১৮, তাং ০২-১২-২০০৪, দ.নং-৪৫৩০, তাং ২২-০৫-২০০৩, দ.নং-৩৬১১, তাং ১১-০৪-২০০৫, দ.নং-৩৬১২, তাং ১১-০৪-২০০৫, দ.নং-৯৪২, তাং ০৭-০২-২০০৫, দ. নং-১০১০৬, ২৪-১২-২০০১, দ. নং-১৪৫০৬, তাং ১৭-০৯-২০০৭, দ.নং-১১২১১, তাং ২৯-০৮-২০০৫, দ. নং-১৯৮৬০, তাং ১১-০৯-২০০৮, দ. নং-১৮৮২৩, তাং ০২-১২-২০০৭, দ. নং-১৭০৫৩,

তাং ০৫-১১-২০০৭, দ.নং-১৫৯৫৪, তাং ০৭-১০-২০০৭, দ.নং-১১৪১৮, তাং ০২-১২-২০০৪, দ.নং-৬৪৯০, তাং ৩০-০৪-২০০৭, দ.নং-৫৮৬৬, তাং ৩১-০৫-২০১২, দ.নং-৩৩৬৫, তাং ২১-০৪-২০০৩, দ.নং-৬০২, তাং ২০-০১-২০০৩, দ.নং-২০৯২, তাং ১৬-০৩-২০০৩, দ. নং-৪৫৩০, তাং ২২-০৫-২০০৩, দ. নং-৮০১২, তাং ২০-০৯-২০০১, দ. নং-১০১০৬, তাং ২৪-১২-২০০১, দ. নং-১৭০৫৪, তাং ০৫-১১-২০০৭, দ. নং-৯৪২, তাং ০৭-০২-২০০৫, দ. নং-৩৩৬৭, তাং ২২-০৪-২০০৩, দ. নং-৬৬০৫, তাং ০৯-০৭-২০০৩, দ. নং-৩৭৭৭, তাং ০৪-০৪-২০০২, দ. নং-১১৭০, তাং ১৩-০২-২০০৫, দ. নং-৯৬২, তাং ০৭-০২-২০০৫, দ. নং-৬৬৬৯, তাং ১০-০৭-২০০৩, দ. নং-১৬২১১, তাং ০৯-১০-২০০৭, দ. নং-৩৩৯০, তাং ২৭-০২-২০০৬, দ. নং-৬৬৬৯, তাং ১০-০৭-২০০৩, দ. নং-১১৪১৫, তাং ০২-১২-২০০৪, দ. নং-৬৪৯২, তাং ৩০-০৪-২০০৭, দ.নং-৩৩৯০, তাং ২৭-০২-২০০৬, দ.নং-১৬২১০, তাং ০৯-১০-২০০৭, দ.নং-৭৪৫, তাং ২৯-০১-২০১৭, দ.নং-৪০১, তাং ১৪-০১-২০০৩, দ.নং-৪৩৩২, তাং ১৮-০৪-২০০২, দ.নং-৩০৮, তাং-১২-০১-২০০৫, দ.নং-৯৫৫২, তাং-২৮-১১-২০১৬,দ.নং-৩০৪০, তাং-১৯-০৩-২০০২ দ.নং-২৮৯৫, তাং ২৮-০১-২০১০, দ.নং-৬৮৫৩, তাং ২১-০৭-২০১৩, দ.নং-২৮৯৮, তাং ২৮-০১-২০১০, দ.নং-১৫০৫৫, তাং ২৫-০৬-২০০৯, দ.নং-১৩০১০, তাং ০৩-০৬-২০০৯, দ.নং-৭৪৯৫, তাং ১৫-০৪-২০০৮, দ.নং-১৯৬৬০, তাং ১৩-১২-২০০৭, দ. নং-১৮৮২১, তাং ০২-১২-২০০৭, দ.নং-১৫০৫৪, তাং ২৫-০৬-২০০৯, দ.নং-৬৪৫৯, তাং ০৮-০৭-২০১৫, দ. নং-৬৮৫৩, তাং ২১-০৭-২০১৩, দ.নং-৭৪৯৫, তাং ১৫-০৪-২০০৮, দ.নং-১৩০১২, তাং ০৩-০৬-২০০৯, দ. নং-৩২১৪, তাং ১৮-০৪-২০১৭, দ. নং-৬৭৮৫, তাং ০২-০৮-২০১০, নং-২৬৪৪, তাং ১২-০৩-২০০৬।

তফসিল-২

জেলা-ঢাকা, উপজেলা-কেরানীগঞ্জ, মৌজা-পানগাঁও, জে.এল নং-১১৬

আর, এস জরীপের খতিয়ান নম্বর ঃ ৯৫, ৪২৪, ৯৬, ২৫০, ২৬৯, ৪৭১, ১২, ২৮৪, ২৬৭, ৩৫, ৪২৮, ৪৬৯, ৪২৫, ৪২৭, ১৬১, ২৪৯, ৮৪, ৪৭০, ৩২২, ৯১, ৩২১, ৪৩১, ৪২৬, ১৯৮, ৩১৪, ৪৩৭, ৩৭১, ৫২, ৪৩৫, ৩৫০, ২৮৩, ২২, ২৮৬, ২৮৫, ২৭৪, ৭৫, ১৭৯, ৩৪৯, ৪৩৬, ৪৩৮, ১৫৯, ৩৯৯, ৪০৬, ৩০৮, ২৭৯, ১৮০, ৪০৮।

মোট আর, এস জরীপের খতিয়ান নম্বর ঃ ৪৭টি

সংশোধিত খতিয়ান নম্বর ঃ ৯৬, ২৪৯, ৪৭০, ২৬৯, ১২, ২৬৭, ৩৫, ৪৬৯, ৪২৭, ৪৩৫, ৩১৪, ৯১, ৩২১, ৪৩১, ৪২৬, ৩২২, ৯৪, ১৫৭, ৪২৪, ১৯৮, ৪২৪/১, ৫২, ৩৫০, ২৭৪, ৩৯২/১, ৩৯২, ৭৫, ৪১১, ১৭৯, ৪৩৬, ৪৩৮, ১৫৯, ২২, ৪০৬, ৩০৮, ১৮০, ৪০৮।

মোট সংশোধিত খতিয়ান নম্বর ঃ ৩৭টি

আর, এস দাগ নম্বর ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১(অংশ), ২২(অংশ), ২৩(অংশ), ২৪(অংশ), ২৫(অংশ), ২৬(অংশ), ২৭(অংশ), ২৯(অংশ), ৩০(অংশ), ৩১, ৩৬, ৩৭, ৩৮(অংশ), ৩৯(অংশ), ৪০(অংশ), ৪১(অংশ), ৪২(অংশ), ৪৩(অংশ), ৪৪(অংশ), ৪৫(অংশ), ৪৬(অংশ), ৫০(অংশ), ৫১(অংশ), ৫২(অংশ), ৫৩, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৮, ১২৯, ২৩১, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৪, ২৬৯, ২৮২, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৯০, ২৯১, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৬, ৩৪৮, ৩৫০, ৩৫৩, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০।

মোট আর, এস দাগ নম্বর ঃ ১৬৭টি

মোট জমির পরিমাণ ঃ ৭২.৪৯৫২ একর।

চৌহদ্দি ঃ উত্তরে ঃ হাজারীবাগ মৌজাস্থিত ইষ্ট ওয়েষ্ট প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট (প্রাঃ) লিঃ এর মালিকানাধীন ভূমি, দক্ষিণে ঃ অত্র মৌজার ইষ্ট ওয়েষ্ট প্রপার্টি মালিকানাধীন আর, এস ২৭৭, ২৭৮, ২৮০, ২৮১, ২৯৪, ২৯২, ২৯৩, ২৯৬, ৩২৪, ৩২৫, ৩৩১, ৩৩৪, (অংশ) ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬৩, ৩৪৬, (অংশ) ৩৪৫, ৩৪৭, ৩৪৯, ৩৫১, ৩৫২ ও ৭৩ নং দাগের ভূমি, পূর্বে ঃ বুড়িগঙ্গা নদী এবং অত্র মৌজার আর. এস ৬৮, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭ নং দাগের ভূমি, পশ্চিমে ঃ পানগাঁও ৯০ ফিট কন্টিনেন্টাল রোড এবং আর. এস-২৮৩, ২৫৪, ২৫৩, ২৩৮, ২৩২, ২২৯, ১২৭, ১২৫, ১২৬, ১৩৪ নং দাগের ভূমি।

দলিল নম্বর ও তারিখ ঃ ১৬২০৮, তাং-০৯-১০-২০০৭, দ:নং-১০৩২৬, তাং-২৪-০৬-২০০৭, দ:নং-১৩০০৯, তাং-০৩-০৬-২০০৯, দ:নং-২২৯০, তাং-০৩-০৩-২০০২, দ:নং-৬০৭৮, তাং-১৯-০৭-২০০১, দ:নং-১৭৬৫০, তাং-১১-০৬-২০০৬, দ:নং-৩৩০৮, তাং-১৯-০২-২০০৮, দ:নং-৯৪১, তাং-০৭-০২-২০০৫, দ:নং-৩৬৪, তাং-১৪-০১-২০০৩, দ:নং-৪১৩৪, তাং-০৬-০৪-২০০৬, "দ:নং-১৩৩৮৯, তাং-১৭-১০-২০০৫, দ:নং-১৩৩৯১, তাং-১৭-১০-২০০৫, দ:নং-৪১৩৪, তাং-০৬-০৪-২০০৬, দ:নং-৩৭৭৬, তাং-০৬-০৪-২০০২", দ:নং-২৯৭৬ তাং-১৮-০৩-২০০২, দ:নং-২২২, তাং-১০-০১-২০০৫, দ:নং-২০৮৮৪, তাং-২৭-০৮-২০০৯, দ:নং-২৬৪৩, তাং-১২-০৩-২০০৬, দ:নং-৬০৭৭, তাং-১৯-০৭-২০০১, দঃনং-৬৩৪৪, তাং-২৯-০৭-২০০১, "দ:নং-৮০০২, তাং-১৫-০৬-২০০৬, দ:নং-৭৬৮০, তাং-০৫-১০-২০১৭, দ:নং-২০১৬, তাং-০২-০৩-২০১৫, দ:নং-১৩০১১, তাং-০৩-০৬-২০০৯, দ:নং-১৬২০৯, তাং-০৯-১০-২০০৭, দ:নং-১০৩২৭, তাং-২৪-০৬-২০০৭, দ:নং-৩০৭, তাং-১২-০১-২০০৫, "দ:নং-১৪৫০৫,

তাং-১০-০৯-২০০৭, দ:নং-১৯৩৩৫, তাং-১০-১২-২০০৭" "দ:নং-৬৩৪৪, তাং-২৯-০৭-২০০১, "দ:নং-৪০০, তাং-১৪-০১-২০০৩, দ:নং-২৮২০, তাং-১৩-০২-২০০৮" "দ:নং-১০১০৬, তাং-২৪-১২-২০০১, দ:নং-৬৯৬, তাং-১৯-০১-২০০২, দ:নং-৮০১২, তাং-২০-০৯-২০০১", দ:নং-৫৫৬০, তাং-১৯-০৩-২০০৮", দ:নং-৯৮২৬, তাং-১৮-০৯-২০১২, দ:নং-৯৮২৬, তাং-১৮-০৯-২০১২, দ:নং-৬৭২৫, তাং-৩০-০৮-২০১৭, "দ:নং-২০৮৮১, তাং-২৬-০৮-২০০৯", "দ:নং-১৮৫৭৪, তাং-২৯-১২-২০১১", দ:নং-৭০৭০, তাং-২১-০৯-২০১৭, "দ:নং-১৮১১৩, তাং-২৪-১২-২০০৬, "দ:নং-২০৮৮৬, তাং-২৭-০৮-২০০৯", "দ:নং-১৮৫৭৪, তাং-২৯-১২-২০১১, "দ:নং-১৫১৭, তাং-৩১-০১-২০১১, দ:নং-১৫১৬, তাং-৩১-০১-২০১১, দ:নং-১২৬৬৮, তাং-২৪-১২-২০০২, "দ:নং-১৮৫৭৪, তাং-২৯-১২-২০১১, দ:নং-১২৬৬৮, তাং-২৪-১২-২০০২, দ:নং-৭৬৮৮, তাং-০৭-১০-২০১৭, দ:নং-৮৭১২, তাং-০১-১১-২০১৭" দ:নং-১২৬৬৮, তাং-২৪-১২-২০০২, দ:নং-২০৮৮২, তাং-২৭-০৮-২০০৯, দ:নং-২০৮৮৫, তাং-২৭-০৮-২০০৯, দ:নং-৬৭২৬, তাং-৩০-০৮-২০১৭, দ:নং-৫৮৪২, তাং-০৩-০৮-২০১৭, দ:নং-২০৮৮০, তাং-২৩-০৮-২০০৯, দ:নং-৭০৭১, তাং-২১-০৯-২০১৭, দ:নং-১৮৫৭৪, তাং-২৯-১২-১১, দ:নং-১৮৫৭৪, তাং-২৯-১২-১১, "দ:নং-১৮৯৫৭, তাং-০৯-০৮-২০০৯, দ:নং-৯৭৯৬, তাং-১৬-০৭-২০০৬", "দ:নং-১৮৯৫৭, তাং-০৯-০৮-২০০৯, দ:নং-৯৭৯৬, তাং-১৬-০৭-২০০৬", দ:নং-৪৩৩২, তাং-১৮-০৪-২০০২, দ:নং-৬৩৪৪, তাং-২৯-০৭-২০০১, "দ:নং-১০০২৭, তাং-০৩-০৮-২০০৫, দ:নং-১০০২৪, তাং-০৩-০৮-২০০৫, দ:নং-১০০২৫, তাং-০৩-০৮-২০০৫, দ:নং-১০০২৩, তাং-০৩-০৮-২০০৫, দ:নং-১০০২২, তাং-০৩-০৮-২০০৫", "দ:নং-৪১১৯, তাং-০৬-০৪-২০০৬, দ:নং-১৩২৪২, তাং-১১-১০-২০০৫, দ:নং-১১৮৩১, তাং-১৩-১২-২০০৪", দ:নং-১৮৫৭৪, তাং-১১-১১, দ:নং-১৮৫৭৪, তাং-২৯-১২-২০১০, "দ:নং-১০০২৭, তাং-০৩-০৮-২০০৫, দ:নং-১০০২৪, তাং-০৩-০৮-২০০৫, দ:নং-১০০২৫, তাং-০৩-০৮-২০০৫, দ:নং-১০০২৩, তাং-০৩-০৮-২০০৫, দ:নং-১০০২২, তাং-০৩-০৮-২০০৫", দ:নং-১১৮৩১, তাং-১৩-১২-২০০৪, "দ:নং-৪১১৯, তাং-০৬-০৪-২০০৬, দ:নং-১৩২৪২, তাং-১১-১০-২০০৫, দ:নং-৪৮৬, তাং-১৪-০১-২০০২, দ:নং-১১৮৩১, তাং-১৩-১২-২০০৪", দ:নং-৪১১৯, তাং-০৬-০৪-২০০৬, দ:নং-১৩২৪২, তাং-১১-১০-২০০৫, দ:নং-১১৮৩১, তাং-১৩-১২-২০০৪", দ:নং-২০৮৮৩, তাং-২৭-০৮-২০০৯, "দ:নং-৮০১৩, তাং-২০-০৯-২০০১, দ:নং-৩০৪৭, তাং-১৯-০৩-২০০২, "দ:নং-৩৬৫, তাং-১৪-০১-২০০৩, দ:নং-৪৮৬, তাং-১৪-০১-২০০২, দ:নং-২০৮৮৩, তাং-২৭-০৮-২০০৯, দ:নং-২০৮৮৩, তাং-২৭-০৮-২০০৯, দ:নং-১৮৫৭৪, তাং-২৯-১২-১১, দ:নং-৬০৭৮, তাং-১৯-০৭-২০০১", "দ:নং-৪১১৯, তাং-০৬-০৪-২০০৬, দ:নং-১৩২৪২, তাং-১১-১০-২০০৫, দ:নং-১১৮৩১, তাং-১৩-১২-২০০৪", "দ:নং-৪১১৯, তাং-০৬-০৪-২০০৬, দ:নং-১৩২৪২, তাং-১১-১০-২০০৫, দ:নং-১১৮৩১, তাং-১৩-১২-২০০৪" "১৮৫৭৪, তাং-২৯-১২-১১, "দ:নং-১৫০৫৩, তাং-১২-১২-২০০৫, দ:নং-২৫৬, তাং-১০-০১-২০০৫, দ:নং-৪০৫৩, তাং-০৫-০৪-২০০৬, দ:নং-২০৮৮৭, তাং-২৭-০৮-২০০৯, দ:নং-২০৮৮১, তাং-২৭-০৮-২০০৯, "দ:নং-১৩৩৯২, তাং-১৭-১০-২০০৫, দ:নং-৪৮৬, তাং-১৪-০১-২০০২", "দ:নং-১৩৩৯২, তাং১৭-১০-২০০৫, দ:নং-৪৮৬, তাং-১৪-০১-২০০২", "দ:নং-৬২২০, তাং-২১-০৬-২০০৪, দ:নং-১৮৮৫, তাং-০১-০৩-২০০৪", "দ:নং-১৮৫৭৪, তাং-২৯-১২-২০১১, দ:নং-১৮৮৫, তাং-০১-০৩-২০০৪, দ:নং-১৫২৩, তাং-২৩-০২-২০০৫", দ:নং-১৮৫৭৪, তাং-২৯-১২-১১, দ:নং-৬৩৪৪, তাং-২৯-০৭-২০০১, "দ:নং-৪৩৫৪, তাং-১২-০৪-২০০৬, দ:নং-৪৮৬, তাং-১৪-০১-২০০২", দ:নং-৬৩৪৪, তাং-২৯-০৭-২০০১, "দ:নং-১০০২৭, তাং-০৩-০৮-২০০৫, দ:নং-১০০২৪, তাং-০৩-০৮-২০০৫, দ:নং-১০০২৫, তাং-০৩-০৮-২০০৫, দ:নং-১০০২৩, তাং-০৩-০৮-২০০৫, দ:নং-১০০২২, তাং-০৩-০৮-২০০৫", দ:নং-২০৯৪, তাং-১৬-০৩-২০০৩, দ:নং-৬৬১৫, তাং-২৭-০৬-২০০৪, দ:নং-৬৫১৩, তাং-২৪-০৬-২০০৪, দ:নং-৬২০০, তাং-২০-০৬-২০০৪", দ:নং-৬৩৪৪, তাং-২৯-০৭-২০০১, দ:নং-৭১৮৫, তাং-০৭-০৭-২০০৪, দ:নং-৬৬০২, তাং-৯-৭-২০০৩, দ:নং-১১৪১২, তাং-০১-১২-২০০৪, দ:নং-৭১৮৫, তাং-০৭-০৭-২০০৪, দ:নং-৭১৮৫, তাং-০৭-০৭-২০০৪, দ:নং-১১৪১২, তাং-০১-১২-২০০৪, দ:নং-১১৪১২, তাং-০১-১২-২০০৪, দ:নং-৬৬০২, তাং-৯-৭-২০০৩, "দ:নং-৬৬০২, তাং-৯-৭-২০০৩, দ:নং-৬০৩, তাং-২০-০১-২০০৩, দ:নং-৪৩৩২, তাং-১৮-০৪-২০০২", দ:নং-৬৩৪৪, তাং-২৯-০৭-২০০১, দ:নং-১১৪১২, তাং-০১-১২-২০০৪, "দ:নং-৬৬০২, তাং-৯-৭-২০০৩, দ:নং-৯৭৯৬, তাং-১৬-০৭-২০০৬, দ:নং-১১৪১২, তাং-০১-১২-২০০৪, দ:নং-৭১৮৫, তাং-০৭-০৭-২০০৪", দ:নং-৯৭৯৬, তাং-১৬-০৭-২০০৬, দ:নং-৯৭৯৬, তাং-১৬-০৭-২০০৬, দ:নং-৯৭৯৬, তাং-১৬-০৭-২০০৬, দ:নং-৭১৮৫, তাং-০৭-০৭-২০০৪, দ:নং-১১৪১২, তাং-০১-১২-২০০৪, "দ:নং-৬৬০২, তাং-৯-৭-২০০৩, দ:নং-৯২৮৮, তাং-২৭-০৬-২০১১, দ:নং-১১৪১২, তাং-০১-১২-২০০৪, দ:নং-৭১৮৫, তাং-০৭-০৭-২০০৪, "দ:নং-৯৭৯৬, তাং-১৬-০৭-২০০৬, দ:নং-৭১৮৫, তাং-০৭-০৭-২০০৪, "দ:নং-১১৯১৯, তাং-১৫-১২-২০০৪, দ:নং-১৪৯৩৩, তাং-১৬-০৯-২০০৭, দ:নং-১৭০০৯, তাং-১০-১২-২০০৬", "দ:নং-১১৯১৯, তাং-১৫-১২-২০০৪, দ:নং-১৪৯৩৩, তাং-১৬-০৯-২০০৭, দ:নং-১৭০০৯, তাং-১০-১২-২০০৬", "দ:নং-৬৬১৫, তাং-২৭-০৬-২০০৪, দ:নং-৬৫১৩, তাং-২৪-০৬-২০০৪, দ:নং-৬২০০, তাং-২০-০৬-২০০৪, দ:নং-৬৫৯৭, তাং-২৬-০৬-২০০৪", "দ:নং-১১৯১৯, তাং-১৫-১২-২০০৪, দ:নং-১৪৯৩৩, তাং-১৬-০৯-২০০৭, দ:নং-১৭০০৯, তাং-১০-১২-২০০৬, "দ:নং-১১৪১৬, তাং-০২-১২-২০০৪, দ:নং-১৪৯৩৩, তাং-১৬-০৯-২০০৭", দ:নং-১৭৫৯, তাং-১২-০৫-২০১০, দ:নং-১৭৫০, তাং-১১-০৫-২০১০, দ:নং-১১৮২৮, তাং-১৬-০৮-২০১১, দ:নং-১৩২২২, তাং-০৭-০৬-২০০৯, দ:নং-৫৯০৬, তাং-২৪-০৩-২০০৮, দ:নং-১৪৫৫১, তাং-০৯-১০-২০০৬, দ:নং-১৬৫৫, তাং-১০-০৫-২০১০", দ:নং-৮৮৩৯, তাং ০৪-০৬-২০০৭, দঃ নং-১৫৯৬০, তারিখ-০৭-১০-২০০৭" "দঃ নং-৭৬৩৬, তারিখ-১১-০৬-২০০৬, দঃ নং-৫০০, তাং ১৬-০১-২০০৫" "দঃ নং-১০০২৭, তাং-০৩-০৮-২০০৫, দঃ নং-১০০২৫, তাং-০৩-০৮-২০০৫, দঃ নং-১০০২৩, তাং ০৩-০৮-২০০৫, দঃ নং-১০০২২, তাং-০৩-০৮-২০০৫, দঃ নং-৬৬১৫, তাং-২৭-০৬-২০০৪" দঃ নং-১০০২১, তাং-০৩-০৮-২০০৫, দঃ নং-৯৭৯৬, তাং-১৬-০৭-২০০৬, দঃ নং-৯৭৯৬, তাং-১৬-০৭-২০০৬, দঃ নং-৯৭৯৬, তাং-১৩-০৭-২০০৬, দঃ নং-৯৭৯৬, তাং-১৬-০৭-২০০৬, "দঃ নং-১০০৭৮, তাং-০৩-০৮-২০০৫, দঃ নং-১০০২৬, তাং-০৩-০৮-২০০৫, দঃ নং-১০০২৪, তাং-০৩-০৮-২০০৫" দঃ নং-৭৬৩১, তাং-১১-০৬-২০০৬, দঃ নং-১৭০০৯, তাং-১০-১১-২০০৬, দঃ নং-১৭০০৯ তাং-১০-১১-২০০৬, দঃ নং-৭৬৩১, তাং-১১-০৬-২০০৬, দঃ নং-২০৮৮০, তাং-২৩-০৮-২০০৯, "দঃ নং-২০৮৮০, তাং-২৬-০৮-২০০৯, "দঃ নং-১৭০০৯, তাং-১০-১২-২০০৬, দঃ নং-৭১০৩, তাং-০৯-০৫-২০০৭, দঃ নং-১৪৯৩২, তাং-১৬-০৯-২০০৭ "দঃনং-১৪৯৩৩, তাং-১৫-০৯-২০০৭, "দঃনং-৩৮২, তাং-২২-০১-২০০৬, দঃনং-১৭৫৯, তাং-১১-০৫-২০১০, দঃনং-১৪৫৫১, তাং-১৯-১০-২০০৬" দঃ নং-৫৯০৬, তাং-২৪-৩-২০০৮, দঃ নং-১১৮২৮, তাং-১৬-০৮-২০১১, দঃ নং-১৪৫৫১, তাং-১৯-১০-২০০৬, দঃনং-১৬১৭১, তাং-০৯-১০-২০০৭, দঃনং-১৬৫৫, তাং-১০-০৫-২০১০, দঃনং-১৭৫০, তাং-১১-০৫-২০১০" "দঃনং-১৭০০৯, তাং-১০-১২-২০০৬, দঃ নং-১৪৯৩৩, তাং-১৫-০৯-২০০৭, দঃ নং-৭১০৩, তাং-০৯-০৫-২০০৭ এবং দঃ নং-১৪৯৩২, তাং-১৬-০৯-২০০৭।

তফসিল-৩

জেলা-ঢাকা, উপজেলা-কেরানীগঞ্জ, মৌজা-আইন্তা, জে, এল নং-১১৩

আর, এস জরীপের খতিয়ান নম্বর : ৫২২, ৩৭৮, ৪১৯, ৩৮০।

মোট আর এস খতিয়ান নম্বর : ০৪টি

সংশোধিত খতিয়ান নম্বর : ৫২২, ৩৭৮/১, ৩৯৯, ৩৮০।

মোট সংশোধিত খতিয়ান নম্বর : ০৪ টি

আর, এস দাগ নম্বর : ৭৬৯, ৭৭০, ৭৭১, ৭৭৮।

মোট আর এস দাগ নম্বর : ০৪টি

মোট জমির পরিমাণ : ১.৭২২৬ একর।

চৌহদ্দি : পূর্বে: ইষ্ট ওয়েষ্ট প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট (প্রা:) লি: এর মালিকানাধীন হাজারীবাগ মৌজার আর, এস-৭০ ও ৭১ দাগের ভূমি, পশ্চিমে: অত্র মৌজার=৭৬৮,৭৭২,৭৭৭ ও পানগাঁও ৯০ ফিট কন্টিন্টেনাল রোড, উত্তরে: ইষ্ট ওয়েষ্ট প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট (প্রাঃ) লিঃ এর মালিকানাধীন হাজারীবাগ মৌজার আর, এস-৬৭, ৬৯, ৭০ নং দাগের ভূমি, দক্ষিণে: ইষ্ট ওয়েষ্ট প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট (প্রাঃ) লিঃ এর মালিকানাধীন হাজারীবাগ মৌজার ৭৩ ও ৭৪ নং দাগের ভূমি এবং আইন্তা মৌজার ৭৭৮ নং দাগের ভূমি।

দলিল নম্বর ও তারিখ : দ:নং-১৫৯৭৩, তাং-০৭-১০-২০০৭, দ:নং-১৮৮২৪, তাং-০২-১২-২০০৭, দ:নং-১৭০৫১, তাং-০৫-১১-২০০৭, দ:নং-১৫৯৫১, তাং-০৭-১০-২০০৭, দ:নং-১৯৮৫৯, তাং-১১-০৯-২০০৮, দ:নং-৪৬৪১, তাং-৩১-০৫-২০১৬, দ:নং-৭১৩৬, তাং-২২-০৭-২০০৩, দ:নং-৮৩২, তাং-২৮-০১-২০০৩, দ:নং-৭১০২, তাং-০৯-০৫-২০০৭, দ:নং-১৮২২৪, তাং-২১-১১-২০০৭, দ:নং-১৯৮৮৩, তাং-১৪-০৯-২০০৮, দ:নং-১৩৭৯৪, তাং-০৩-১০-২০১১।

মোঃ শোয়েব

সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বেজা নির্বাহী বোর্ড।